প্রথম আলো

তারিখ ... 10 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১

বিদ্যালয়হীন নাচোলের ছয় গ্রাম

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে কেন এই উপেক্ষা?

সমাজের যে অংশটি নানা কারণে পিছিয়ে পড়েছে, তাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বাড়তি সাহায্য-সহযোগিতা বা উদ্যোগ থাকবে—এমনটিই স্বাভাবিক ও স্বীকৃত। বাংলাদেশে এমন কিছু জাতিগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে, যারা সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, তাদের অবস্থার পরিবর্তনে বাড়তি কোনো উদ্যোগ তো দূরে থাক, স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার ছয়টি গ্রামে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রায় তিন হাজার মানুষ বসবাস করে। এই ছয়টি গ্রামে একটিও সরকারি স্কুল নেই। অথচ শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা এই জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়টি বাড়তি গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল। এর বদলে তাদের জুটেছে উপেক্ষা। আমাদের নীতিনির্ধারক ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের মনমানসিকতার একটি প্রতিফলন এর মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়।

গ্রামগুলোতে স্কুল না থাকায় সেখানকার শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পাঁচ-সাত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে কোনো শিশুর পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কি আদৌ সম্ভব? সেখানকার লোকজনের এমন আর্থিক সংগতিও নেই যে নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তা পরিচালনা করা তাদের দিয়ে সম্ভব হবে। এ গ্রামগুলোতে এসএসসি পাস কাউকেও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

শিক্ষা ছাড়া কোনো জনগোষ্ঠী এগোতে পারে না। তেমনি একটি দেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে শিক্ষার সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেও দেশ সামগ্রিকভাবে এগোতে পারে না। স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের লোকজন সরব ও সক্রিয় হলে কাজটি কঠিন হওয়ার কথা নয়। বোঝা যায় সেখানে ঘাটতি রয়েছে। আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে এবং জমিন কমিন, কার্তিকপুর, বাসুগ্রাম, ধরইল শ্যামপুর, দিঘিপাড়া ও লইলাপাড়া—নাচোল উপজেলার এই ছয়টি গ্রামের অন্তত কোনো একটিতে খুব শিগগির একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হবে।